যুগান্তর

31 MAR 2007

ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ

গভর্নিং বডির শূন্যপদ পূরণ নিয়ে কর্তৃপক্ষের গড়িমসি

তত্ত্ব-তালাশ

সারাদেশের বহুল আলোচিত স্বনামধন্য মেয়েদের বিদ্যাপীঠ ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের কলেজ শাখার বর্তমান গভর্নিং বডির একটি পদ শূন্য হয় সোনালী ব্যাংক সিবিএ নেতা বিএম বাকির হোসেনের অনুপস্থিতির কারণে, যা বর্তমান গভর্নিং বডির ২০.২.২০০৭ মিটিং-এ এবং পরে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানানো হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত এবং গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে জারিকৃত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি গঠন সংক্রান্ত আইনের ৭(গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পরপর ৩টি সভায় অনুপস্থিতির কারণে ওই পদটি শূন্য হিসেবে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড সিদ্ধান্ত দেয়। এই প্রজ্ঞাপনে ওই শূন্য সদস্য পদটি পূরণের ব্যাপারে গভর্নিং বডির সভায় পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বর্তমানের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে নির্দেশ দেয়। অধ্যক্ষ পদাধিকার বলে গভর্নিং বডির সভাপতি বিভাগীয় কমিশনার ঢাকার সঙ্গে পরামর্শক্রমে ১৯.০৩.২০০৭ গভর্নিং বডির সভা আহ্বান করেন এবং শূন্য পদ পূরণের বিষয়টি মিটিংয়ে এজেন্ডা হিসেবে রাখাও হয়। কিন্তু কোনও এক অদৃশ্য কারণে ওই শূন্য পদ পূরণের ব্যাপারে গভর্নিং বডি কোনোরূপ সিদ্ধান্ত নেয়নি। এবং বিষয়টি নিয়ে ঘোলাটে পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। অভিভাবদের মধ্যে থেকে এবং তাদের ভোটের মাধ্যমে এই নির্বাচন হলেও কেন অভিভাবক মহল এখনও বিষয়টি সম্পর্কে কিছুই জানে—তা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। জানা যায়, ওই পদ পূরণে বর্তমান গভর্নিং বডির মনোভাব অদৃশ্য কারণে ইতিবাচক নয়। অথচ গণপ্রজাতন্ত্র বাংলাদেশ সরকারের প্রণীত বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি গঠন ও পরিচালনা এবং ক্ষমতা সংক্রান্ত আইনে ওই জাতীয় পদ শূন্য রাখার কোনও বিধান নেই। বরং আইনের ৯(এ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গভর্নিং বডির মেয়াদকালে কোনও সদস্যপদ শূন্য হলে একই ক্যাটাগরিতে যিনি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন তিনি ওই পদ দখল করবেন। এ ব্যাপারে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ কলেজ অধ্যক্ষকে (যিনি পদাধিকার বলে গভর্নিং বডির সদস্য সচিব) ২২.৩.২০০৭ এক অফিস আদেশে গভর্নিং বডির শূন্যপদে মনোনয়ন প্রসঙ্গে আইনের ৯(এ) ধারা মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়। তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে যে মতামত পাওয়া গেল তা পরস্পর বিরোধী ও ঘোলাটে। সরকারি নীতিমালা সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকা এবং বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণে বোর্ডের নির্দেশ থাকার পরও গভর্নিং বডির সিদ্ধান্তহীন কালক্ষেপণ রহস্যজনক বলে অভিভাবকদের ধারণা। তবে এমন একটি স্বনামধন্য শিক্ষালয়ের ব্যাপারে সংশ্লিষ্টরা আরও তৎপর ও সচেতন হবে বলে আশা করে সবাই।

কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

প্রয়োজন মনে করলে অবশ্যই কতৃপক্ষ ব্যবস্থা নেবে

মিসেস তাহমিনা খানম, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, ভিকারুন নিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ

স্কুল শাখার গভর্নিং বডির শূন্য হওয়া পদ সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাচ্ছি?

আমাদের একজন সদস্য পরপর তিনটি মিটিংয়ে অনুপস্থিত থাকার কারণে গঠনতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী তার সদস্যপদ বাতিল হয়ে গিয়েছে। আমরা মিটিংয়ে এনিয়ে কথা বলেছি। চেয়ারম্যান স্যার বিষয়টি বোর্ডে জানাতে বলায় আমরা বোর্ডে লিখিতভাবে জানিয়েছি। বোর্ড থেকে বলা হয়েছে 'প্রয়োজন মনে করলে' ব্যবস্থা নিতে।

'প্রয়োজন মনে করলে' বলতে কী বোঝাতে চাইছেন? তাহলে কি এই পদটি প্রয়োজনীয় নয়? তাই হলে এতোদিন কেন এই পদ কার্যকর ছিল?

অবশ্যই পদটি প্রয়োজনীয়। তবে এখানে প্রয়োজন বলতে বোঝাচ্ছি অনেক সময় সিডিউল টাইম কম থাকলে আবার নতুন একজনকে দায়িত্ব দেওয়ার জটিলতায় যেতে চায় না কতৃপক্ষ।

পরবর্তী নির্বাচন কবে?

২০০৮ এর জুলাই আগস্টের দিকে হবে। সে হিসেবে সময়টা কম না হয়তো। তবে প্রয়োজন মনে না করলে ব্যবস্থা নাও নিতে পারি আমরা। মিটিংয়ে তো কোরামে সমস্যা হচ্ছে না। অলরেডি উপকমিটির একজনকে অ্যাকটিং হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

তাহলে কি এভাবে বলা যায় এই পদটি থাকা খুব বেশি জরুরি নয়?

তা বলতে চাচ্ছি না। তবে এ বিষয়ে আমরা নয়, চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বরত বিভাগীয় কমিশনার সাহেব ভালো বলতে পারবেন। কেননা তিনিই গভর্নিং বডির সর্বময় কর্তা।

গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কতদিন পর্যন্ত এমন পদ শূন্য থাকতে পারে?

এটা আমার ঠিক জানা নেই। তাছাড়া আমি প্রথমত ভারপ্রাপ্ত এবং দ্বিতীয়ত একেবারেই নতুন। তবে এটাই বলতে পারি বোর্ড অনেক দেরিতে চিঠির জবাব দেওয়ায় আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। পদ শূন্য হওয়ার পর কতৃপক্ষ পদ পূরণে কালক্ষেপন করেনি। মাত্র তো ১ মাস হয়েছে। প্রয়োজন মনে করলে অবশ্যই কতৃপক্ষ ব্যবস্থা নেবে। আমরা চেয়ারম্যান স্যারের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছি।

বোর্ড 'দখল' ও নতুন প্রার্থী সম্পর্কে স্পষ্ট করলেই আমরা ব্যবস্থা নেব

মো: মাহফুজুর রহমান, বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, চেয়ারম্যান গভর্নিং বডি

ভিকারুন নিসা নূন স্কুলের স্কুল শাখার গভর্নিং বডির সম্প্রতি শূন্য হওয়া পদ পূরণ সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাচ্ছি?

গঠনতন্ত্রে স্পষ্ট বলা আছে 'পরবর্তি জন এই পদটি দখল করবে।' আমার দখল শব্দটি আপত্তিকর লাগায় স্কুলকে বললাম এই দখল বলতে কী বোঝানো হয়েছে তা যেন বোর্ড বিস্তারিত জানায়। শিক্ষা বোর্ড থেকে এই চিঠির জবাব এখনও আসেনি।

স্কুলের অধ্যক্ষ আমাদের জানালেন বোর্ডের চিঠিতে বলা হয়েছে 'প্রয়োজন থাকলে ব্যবস্থা নিতে।' এই বিষয়ে কি আপনাকে অবগত করা হয়নি?

আসলে বোর্ডের চিঠির কোনও কপি আমার কাছে আসেনি।

প্রয়োজন থাকলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানালেন স্কুলের অধ্যক্ষ ম্যাডাম। প্রয়োজন থাকলে বলতে কী বুঝব আমরা?

আমি আমার কর্মজীবনের অভিজ্ঞতায় বলছি, স্থানীয় এমপি স্কুল-কলেজগুলোর পদাধিকার বলে চেয়ারম্যান হবে—এই নিয়ম চালু হওয়ার পর থেকে সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকরাও দল বিভক্ত হয়ে পরতে শুরু করেন। এবং একসময় স্কুল গুলোতে কনফার্মলি পলিটিক্স ইন করল। এটা ভিকারুণ নিসার প্রশ্নে বলা নয়, আমার মনে হয় নাইনটি পার্সেন্ট স্কুলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমরা চাইছি এই গভর্নিং বডির শূন্য পদে যে ব্যক্তি এরপরের যোগ্য প্রার্থী হিসেবে আছেন তিনি যেন রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত বা সমালোচনামুক্ত ব্যক্তি হন। এটা ভবিষ্যত চিন্তা করেই করা হচ্ছে। কেননা পদশূন্য হয়ে যাওয়া ব্যক্তিটি এত বিতর্কিত যে এতে স্কুলের ভাবমূর্তি প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে। এমন বিব্রতকর পরিস্থিতি অ্যাভয়েটের জন্য এটা করা হবে।

গভর্নিং বডির সদস্য পদ নির্বাচনে প্রার্থিতার যোগ্যতা কী?

অবশ্যই সেই স্কুলে তার সন্তান পড়তে হবে।

বিএম বাকেরের প্রশ্ন ধরেই যেহেতু বিব্রত ও বিতর্কিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তাই গভর্নিং বডির নির্বাচনে অংশ নেওয়ার জন্য প্রার্থীর আয়ের উৎস বা কতটা গ্রহনযোগ্য, সমালোচিত ব্যক্তিত্ব কি-না কতৃপক্ষের এসব জানা প্রয়োজন কি?

সেক্ষেত্রে বলব যারা ভোটটা দিচ্ছেন তারাই যাচাই করবেন কাকে ভোট দেবেন। স্কুল কতৃপক্ষ মূখ্য নয় এখানে।

এই অভিযোগ কতটা সত্য যে শূণ্য পদ পূরণে নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে?

কোনও ধোঁয়াশা নেই। বোর্ড 'দখল' ও নতুনপ্রার্থীর রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা বা এমন তথ্য সম্পর্কে স্পষ্ট করলেই আমরা ব্যবস্থা নেব।

— ইফতেখার আহমেদ ও শিপলু কাওসার